শ্রীশ্যামসুন্দর-শতকম্

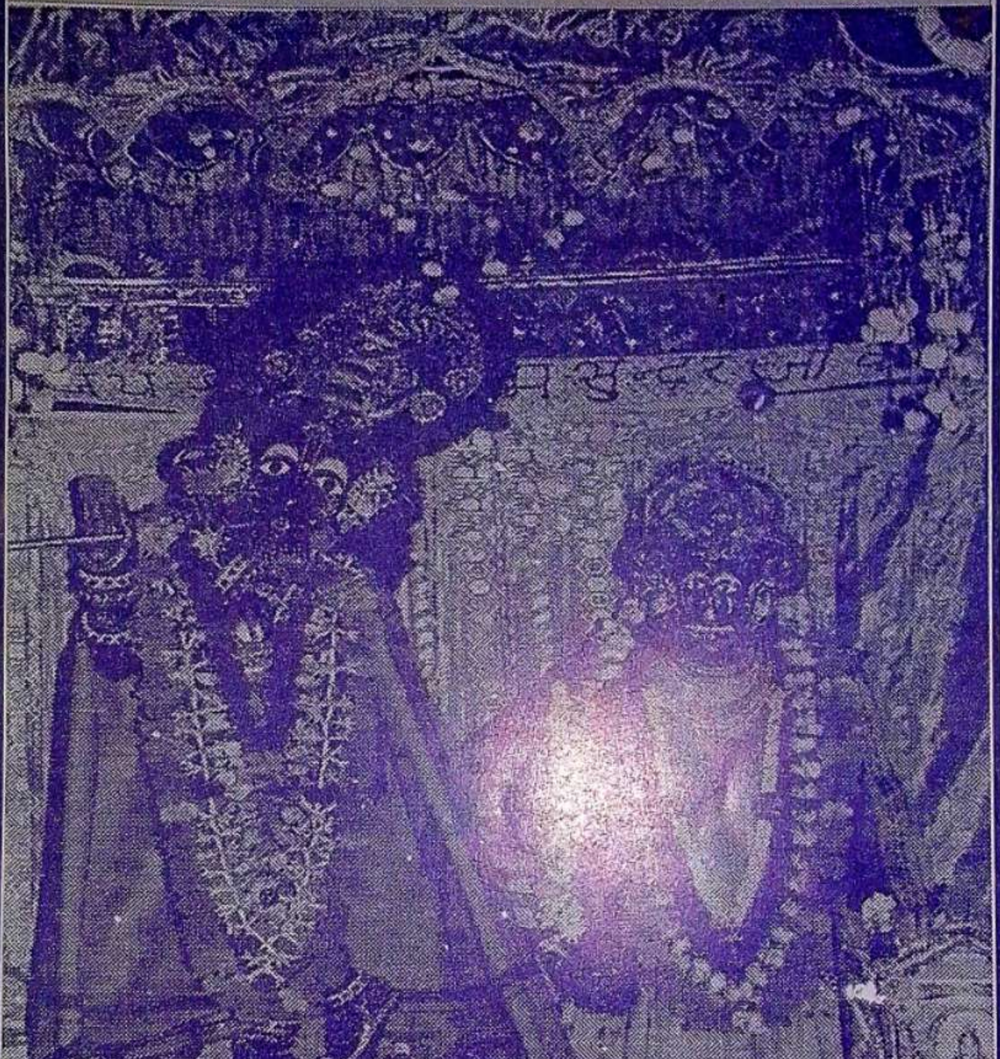

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রাণধন

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৌ জয়তি

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শতকম্

শ্রীআনন্দগোপালবেদান্ততীর্থ বিদ্যালঙ্কার
দ্বারা বিরচিত (রাধাকুণ্ড নিবাসী)

—ঃ সম্পাদক ঃ—

শ্রীভক্তিকিঙ্কর শ্রীধর

অধ্যাপক– শ্রীজীবসারস্বত সংস্কৃত বিদ্যালয় (বৃন্দাবন)

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীআনন্দগোপালবেদান্ততীর্থ
রাধানগর কলোনী শ্রীরাধাকুণ্ড
(মথুরা) উত্তর প্রদেশ

শ্রীভক্তিকিঙ্কর শ্রীধর
শ্রীজীবসারস্বত সংস্কৃত বিদ্যালয়
কেশীঘাট, বৃন্দাবন (মথুরা)

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৌ জয়তি

নিবেদন

অখিল কাম কলা কল্লোল পরিপূর্ণ অখিল রসামৃত পারাবার সমুদ্ভূত শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি শ্রীমদ্রাধাধরামৃত পানোন্মত্ত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর লোল লীলা লাবণ্য পরিপূর্ণ "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শতকম্" নামে স্তোত্র কাব্যটি আত্মপ্রকাশ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী নবযুব যুগলের মাধুর্য্য পরিপূর্ণ দাস্যসেবা লাভেচ্ছু সাধকের পরমাস্বাদ্য এই কাব্যখানি।

শ্রীরাধাকুণ্ডৈকজীবাতু শ্রীমদ্‌গৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্বান্ আনন্দগোপাল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের হৃদয়ের সেবাপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা বা নিষ্ঠা প্রকাশ হইয়াছে এই কাব্যে।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরদেবের প্রেমসেবা লাভেচ্ছু সহৃদয় বৈষ্ণববৃন্দের আস্বাদন মানসে কাব্যখানি প্রকাশ করিলাম।

খৃষ্টাব্দ— 1 -1- 2006

সম্পাদক

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শতকম্

গোপীপ্রেম প্রদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং ভূত্বা তং বন্দে শ্যামসুন্দরম্ ।। ১।।
শ্রীরাধাচরণাব্জস্থ লাক্ষা-শোভিতবক্ষসম্ ।
নিকুঞ্জতল্প শায়িনং নমামি শ্যামসুন্দরম ।। ২।।
রাধিকাকুচকুঙ্কুম-বিলিপ্তং শ্যামলং তনুম্ ।
রাধারতি সুখোপেতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ৩।।
রাধিকাচুম্বন-দক্ষঃ কোটিকামবিমর্দ্দকঃ ।
গোপী কোটি বিহারী চ জয়তি শ্যামসুন্দরঃ।। ৪।।

শৃঙ্গারসার সর্ব্বস্ব শ্রীশ্যামসুন্দর স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্র হইয়া গোপীপ্রেম প্রদান পূর্ব্বক সকল জগৎবাসী জনগণকে নিস্তার করিয়া ছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে বন্দনা করি । ১।

নিশান্তকালে শ্রীরাধারাণীর চরণ সংলগ্ন লাক্ষারস দ্বারা যাঁহার বক্ষস্থল সুশোভিত হইতেছে, এবং যিনি নিকুঞ্জমধ্যে কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি নমস্কার করি ।২।

যাঁহার শ্যামলসুন্দর শরীর শ্রীরাধিকার কুচস্থ কুঙ্কুম দ্বারা বিলিপ্ত হইয়াছে, যিনি শ্রীরাধার সহিত রতি ক্রীড়ায় সাতিশয় সুখযুক্ত হয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি ।৩।

যিনি শ্রীরাধিকার বদন কমল চুম্বনে পরম দক্ষ, যাঁহার সৌন্দর্য্য কোটিকোটি কামের গর্ব্ব বিমর্দ্দন করে, যিনি কোটি কোটি গোপীগণের সহিত বিহার করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দর জয়যুক্ত হউন ।৪।

কিলকিঞ্চিতভূষিতা রাধিকাসঙ্গমামোদম্ ।
বৃন্দাবনীয় কুঞ্জস্থং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ৫।।
ব্রজাঙ্গনা কুলধ্বংস বংশীধ্বনিপরায়ণম্ ।
বঙ্কুরাঙ্গং সুশোভিতং ভজামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ৬।।
গোপাঙ্গনা-দুকূলহৃৎ রাধিকাচিত্তচৌরকঃ ।
ব্রজলতাপ্রতিচ্ছন্নঃ জয়তি শ্যামসুন্দরঃ ।। ৭।।
রাধিকা-বদনাম্ভোজ পীযূষ পানলম্পটঃ ।
রাধিকাহৃদয়া-মোদী জয়তি শ্যামসুন্দরঃ ।। ৮।।
যা পুরুষায়িতারাধা জঘনান্দোলনেন তু ।
সুখয়তি সদা যং তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ৯।।
রাধাবদনসৌন্দর্য্য মদোন্মাদিতমানসম্ ।
পুলকাঙ্গং সখীমধ্যে স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।।১০।।

যিনি কিলকিঞ্চিত ভাববিভূষিতা শ্রীমতীরাধিকার সঙ্গমে আমোদিত হয়েন, সেই শ্রীবৃন্দাবনীয় নিকুঞ্জ মন্দিরস্থিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি ।৫। (কিলকিঞ্চিৎ অর্থাৎ- রতারম্ভে হর্ষহেতু গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের একসঙ্গে সংমিশ্রণ)।

যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের কুল ধ্বংসকারী বংশীধ্বনি পরায়ণ, যিনি ললিত ত্রিভঙ্গ সুশোভিত শ্রীঅঙ্গ সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে ভজনা করি ।৬।

যিনি শ্রীরাধাদি গোপাঙ্গনাবৃন্দের দুকূল, চিত্ত, বস্ত্র বা পতি ও পিতৃকূল হরণকারী, যিনি সর্ব্বদাই ব্রজ বৃন্দাবনের লতা মণ্ডপে লুক্কায়িত আছেন সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক ।৭।

যিনি শ্রীমতীরাধিকার বদন শতদলের মকরন্দপীযূষ পানে সর্ব্বদাই লম্পট, এবং শ্রীমতীরাধিকার হৃদয়ে আমোদ বর্দ্ধনকারী সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক ।৮।

যে পুরুষায়িতা পুরুষের সমান বিপরীত রমণকারিণী শ্রীমতীরাধা যাঁহাকে জঘন আন্দোলনের দ্বারা সদা রমণকালে সুখ প্রদান করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি ।৯।

যিনি শ্রীললিতাদি সখীগণমধ্যে শ্রীরাধিকার বদন সৌন্দর্য্যমদের দ্বারা উন্মাদিত মানস হইয়া পুলকিতাঙ্গ হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি ।১০।

মদনোন্মাদিতা রাধা দৃষ্ট্বা যস্য সুবিগ্রহম্ ।
নবীন নীরদং শ্যামং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ১১।।
গোবর্দ্ধন গিরীন্দ্রস্য দরীকাননবাসিনম্ ।
কলভেন্দ্রং মদোন্মত্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ১২।।
দধিবিক্রয়িনং সদা ব্রজযৌবতমণ্ডলম্ ।
গমনাবরিতং মার্গে স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ১৩।।
যস্য বেণু নিনাদেন বিষ্ণুবক্ষবিলাসিনী ।
মদনোন্মথিতাভূত্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ১৪।।
মুরলীকলনাদেন ব্রহ্মাদীন্ বিমুমোহ যঃ ।
স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ তংস্মরামিশ্যামসুন্দরম্।। ১৫।।
স্বমাধুর্য্যং মণিস্তম্ভে বিলোক্য মুদিতাননম্ ।
আলিঙ্গিতুং সমুদ্যন্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।। ১৬।।

যাঁহার নবজলধরের সদৃশ শ্যামবর্ণ সুন্দর শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া শ্রীরাধা মদনে উন্মাদিতা হয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১১।

যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দরীগুহা ও কানন নিবাসী মদমত্ত গজরাজ সদৃশ, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১২।

দধি বিক্রয়কারিণী ব্রজযুবতী মণ্ডলীকে যিনি সর্ব্বদা পথে গমন আবরণ বা নিবারণ করিতেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৩।

যাঁহার ত্রিলোকাকর্ষী বেণু নিনাদের দ্বারা বিষ্ণুবক্ষবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী মদনবাণে উন্মথিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৪।

যিনি মুরলীর কলনিনাদের দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি বিদ্বত্তমগণকে এবং স্থাবর ও জঙ্গমাদিকে বিমোহিত করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৫।

যিনি স্বগৃহ মধ্যস্থিত মণিস্তম্ভে নিজ অঙ্গমাধুর্য্য বিলোকন করিয়া আনন্দিত বদনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে সমুদ্যত হয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৬।

করাব্জে মুরলী যস্য কটৌ চ ক্ষুদ্র ঘুণ্টিকা ।
নূপুরৌ চরণাব্জয়োঃ স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।।১৭।।
শৃঙ্গং কটিতটে যস্য কক্ষং শোভিতবেত্রকম্ ।
নির্যোগশোভিতংস্কন্ধংস্মরামিশ্যামসুন্দরম্ ।।১৮।।
নীপকুসুমমালয়া শোভিতং পীনবক্ষসম্ ।
গন্ধোন্মাদিতগোপিকং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ।।১৯।।
ময়ূরপিচ্ছ শোভিতং নবগুঞ্জাবিভূষিতম্ ।
বামান্দোলিত চূড়কং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।২০।।
অলকালি কুলৈর্যুষ্টং গোপিকানয়নোৎসবম্।
প্রফুল্লং বদনাম্ভোজং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২১।।
কটাক্ষ-সায়কেন যো রাধামৃগী বশীকৃতম্।
ব্যথিতং গোপিকাবৃন্দং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২২।।

যাঁহার করকমলে মুরলী সুশোভিত, ক্ষীণ কটিতটে ক্ষুদ্র ঘুণ্টিকা বিরাজিত, চরণকমলযুগলে শব্দায়মান নূপুর শোভা করিতেছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৭।

যাঁহার সুন্দর কটিদেশে শৃঙ্গ, কক্ষদেশে বেত্র শোভা পাইতেছে, এবং স্কন্ধ প্রদেশ নির্যোগ (গাভীবন্ধন রজ্জু) দ্বারা সুশোভিত, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৮।

যাঁহার পীনবক্ষস্থল প্রস্ফুটিত কদম্বকুসুমের মালার দ্বারা শোভিত, যিনি নিজ অঙ্গগন্ধ দ্বারা গোপিকাদিগকে উন্মাদিত করিয়াছেন,সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।১৯।

যাঁহার মস্তকস্থিত চূড়া মত্তময়ূর পুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত এবং নব গুঞ্জামালা বিভূষিত ও বামদিকে আন্দোলিত বা নত সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২০।

যাঁহার প্রফুল্ল বদনকমল ভ্রমর সদৃশ অলকা সমূহের দ্বারা সুশোভিত এবং ব্রজ গোপিকাগণের নয়নোৎসব বর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২১।

যিনি লোচন কটাক্ষরূপ সায়কের দ্বারা ব্রজের অতিশয় চঞ্চলা শ্রীরাধামৃগীকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং কটাক্ষবাণে ব্রজ গোপিকাবৃন্দকে ব্যথিত করিয়াছেন সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২২।

মদনোন্মাদিতা রাধাধর চুম্বন চঞ্চলম্।
অঞ্চলাকর্ষণং কৃত্বা স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২৩।।
বিশাল বক্ষসং যস্য নীলেন্দ্রমণিসন্নিভম্।
রাধিকাকেলিকান্তারং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২৪।।
পীনাহিভোগসদৃশং দীর্ঘং যস্য ভুজদ্বয়ম্।
রাধাবরোধনে দক্ষং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২৫।।
নিকুঞ্জবেদিকামধ্যে রাধয়ালঙ্কৃতঃ সদা।
ললিতালিগণৈর্যুষ্টো জয়তি শ্যামসুন্দরঃ।। ২৬।।
ত্রিভঙ্গললিতং যস্য দিব্যচরণ ছন্দিতম্।
নন্দিতং ব্রজযৌবতং ভজামি শ্যামসুন্দরম্।। ২৭।।
মৃগমদমদধ্বংসী যস্য দিব্যাঙ্গ-সৌরভম্।
গোপীঘ্রাণেন্দ্রিয়োন্মাদং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ২৮।।

যিনি নিকুঞ্জমধ্যে মদন মদে উন্মাদিত শ্রীমতীরাধার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া অধর চুম্বন করিবার জন্য চঞ্চল সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২৩।

যাঁহার বিশাল বক্ষস্থল ইন্দ্রনীলমণি সমান এবং শ্রীমতীরাধিকার কেলী কানন সদৃশ সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২৪।

যাঁহার স্থুলসুদীর্ঘ ভূজযুগল সর্পদেহ সদৃশ , যে ভুজদ্বয় শ্রীরাধার পথ অবরোধনে অতিশয় দক্ষ সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২৫।

যিনি শ্রীললিতাদি সখীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া নিকুঞ্জবেদিকা মধ্যে সর্ব্বদা শ্রীমতীরাধার সহিত অলঙ্কৃত আছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক। ২৬।

যিনি নিকুঞ্জবেদিকা মধ্যে ললিত ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় দিব্যরূপে ছন্দিত, সুকৌশলে স্থাপিত, যাহা দ্বারা ব্রজ যুবতীমণ্ডলী আনন্দিত হয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে ভজনা করি।২৭।

যাঁহার দিব্য শ্রীঅঙ্গের সৌরভ মৃগমদের মদকেও বিধ্বংস করে, যাহা গোপীগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত করে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২৮।

স্মরকেলীরতা রাধাবদনাব্জমধুব্রতম্।
নিকুঞ্জতল্পমধ্যস্থং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।২৯।।
শতকোটিব্রজাঙ্গনাধর চুম্বন লম্পটম্।
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩০।।
রাধামানপ্রশান্তায় ত্যক্ত্বা গোপীকদম্বকম্।
রাজতি রাধয়া কুঞ্জে জয়তি শ্যামসুন্দরঃ।।৩১।।
কুঞ্জে স্বাধীনভর্ত্তৃকা রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্।
প্রত্যালিঙ্গিতরাধিকং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩২।।
কলহান্তরিতা রাধাচরণাব্জবিলোঠিতম্।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৩।।
ব্রজ-জলধিকৌস্তুভং রাধাবক্ষ-বিভূষণম্।
ব্রজস্ত্রীজনলম্পটং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৪।।

যিনি নিকুঞ্জতল্পমধ্যেস্থিতা স্মরকেলী পরায়ণা শ্রীমতীরাধিকার বদন পঙ্কজের মত্তমধুকর, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।২৯।

যিনি শ্রীরাস মণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করতঃ শতকোটি ব্রজাঙ্গ নাগণের অধর চুম্বনে লম্পট, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।৩০।

যিনি মানিনী শ্রীমতীরাধার মান শান্ত করিবার নিমিত্ত ব্রজগোপীসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জমধ্যে শ্রীমতী রাধিকার সহিত সুশোভিত হইতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দর জয় যুক্ত হউন।৩১।

যিনি নিকুঞ্জ মধ্যে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, এবং শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।৩২।

যিনি কলহান্তরিতা মানবতী শ্রীমতীরাধিকার মান অপনোদনের জন্য তাঁহার শ্রীচরণ সরোরুহে বিলোঠিত হওয়ায় শ্রীরাধার চরণধূলায় সর্ব্বাঙ্গ ধূসর বর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৩৩।

যিনি ব্রজবৃন্দাবনরূপ মহাজলধির শ্রেষ্ঠকৌস্তুভরত্ন সদৃশ, ও শ্রীমতীরাধার বক্ষ বিভূষণ মণি বিশেষ, তথা ব্রজস্ত্রী গোপীজনগণের প্রতি পরিহাসাদিতে রসিক শেখর, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৩৪।

রাধাকঞ্চুক মোচনে সর্ব্বদা ব্যগ্রহস্তকম্।
ফুল্লস্মেরগণ্ড যুতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৫।।
রাধিকা কুচশোভনমরুণাঙ্গুলি পল্লবম্।
সর্ব্বদা শোভতে যস্য স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৬।।
রাধিকাকর্ষণে দক্ষং মুরলীকলশোভিতম্।
ত্রিভঙ্গললিতং রম্যং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৭।।
গোকুলকামিনীকাম-বিবর্দ্ধন শিখামণিম্।
মদনমানমর্দ্দিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৮।।
মুরলীরসনং যস্য রাধানীবি-বিমোচনম্।
রোচনং যুবতীনাং তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৩৯।।
মহেন্দ্রমণিসৌন্দর্য্যং বিড়ম্বিশোভনাঙ্গকম্।
লোভনং ব্রজনারীণাং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৪০।।

যিনি শ্রীমতীরাধিকার বক্ষস্থ কঞ্চুক মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র হস্ত, সুতরাং যাঁহার গণ্ডযুগল প্রফুল্ল ও স্মিত সুশোভিত সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৩৫।

যাঁহার অরুণবর্ণ অঙ্গুলিপল্লবগুলি শ্রীরাধিকার কুচকলশের শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দীপ্ত হইতেছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৩৬।

যিনি শ্রীমতীরাধিকাকে গৃহ হইতে আকর্ষণ করিতে অতিশয় দক্ষ মনোরম মুরলীর কলনাদে সুশোভিত, এবং ত্রিভঙ্গললিত রমণীয় মূর্ত্তি, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৩৭।

যিনি মদনের মান মর্দ্দিত করিয়াছেন এবং গোকুলবাসিনী গোপকামিনীগণের কামাগ্নি বিবর্দ্ধনে শিখামণিস্বরূপ, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৩৮।

যাঁহার মুরলীনিনাদ শ্রীমতীরাধিকার নীবিবন্ধন মোচন করে, এবং ব্রজ যুবতীগণের সাতিশয় রুচিকর হয়। সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৩৯।

যাঁহার অঙ্গের শোভা ইন্দ্রনীলমণির সৌন্দর্য্যকেও বিড়ম্বিত করে, যাহা ব্রজনারীগণের পরম লোভনীয়, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪০।

বিন্যস্তনখরাগ্রে শ্রীগোবর্দ্ধনমহাগিরিম্।
গোপমণ্ডলশোভিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪১।।
রাধাভুজান্তমালোক্য কম্পিতং করপঙ্কজম্।
বদনং নমিতং রম্যং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪২।।
দিব্যবৃন্দাবনে রম্যে কলিন্দতনয়া তীরে-
মুরলীকূজিতং কলং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৩।।
যস্য বেণুরবং শ্রুত্বা রাধাদিগোকুলাঙ্গনাঃ।
সর্ব্বং হিত্বা সমাজগ্মুঃ স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৪।।
রাধাদিব্রজবালানাং বলয়শোভিতং করম্।
করে ধৃত্বা ররাম তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৫।।
সর্ব্বগোপীগণৈঃ সার্দ্ধং তপনতনয়া নীরে
ক্রীড়িতং জলক্রীড়য়া স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৬।।

যাঁহার বাম হস্তস্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখের অগ্রভাগে শ্রীগোবর্দ্ধন মহাপর্ব্বত বিন্যস্ত আছে এবং যিনি গোপমণ্ডল দ্বারা সুশোভিত সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪১।

শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণকালে শ্রীমতীরাধার বাহুর মূল প্রদেশ অবলোকন করিয়া যাঁহার করকমল কম্পিত হইলে লজ্জাবশতঃ রমণীয় বদন বিনম্র হইয়াছিল, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪২।

পরম রমণীয় দিব্য শ্রীবৃন্দাবনে কলিন্দতনয়া শ্রীযমুনাতীরে যাঁহার মুরলী কলতানে কূজন করিয়াছিল, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৩।

যাঁহার বেণুর কলগান শ্রবণ করিয়া বামলোচনা শ্রীরাধাদি গোকুলাঙ্গনাগণ সকল পরিত্যাগ করিয়া নিকটে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৪।

যিনি শ্রীরাসলীলা বিশেষে শ্রীমতীরাধা প্রভৃতি ব্রজবালাগণের সুবর্ণবলয় সুশোভিত কর নিজ করে ধারণ করিয়া রমণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৫।

যিনি তপন তনয়া শ্রীমতীযমুনার নীল সুশীতল নীরে সকল গোপীগণের সহিত জল ক্রীড়ার দ্বারা ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৬।

দিনমণিসুতাতীরে দিব্যনিকুঞ্জমন্দিরে-
ররাজ রাধয়া সার্দ্ধং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৭।।
নিদ্রাকুলিতলোচনাং রাধাবদনসৌরভম্।
ঘ্রাত্বা হৃষ্যৎ কলেবরৎ স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৮।।
নিদ্রামুদ্রিতলোচনাং রাধিকাবদনাম্ভোজম্।
চুচুম্ব মুহুরেব তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৪৯।।
নিদ্রয়াকুলিতারাধা যস্য হৃদয়তল্পিতম্।
চঞ্চলাশোভিতং ঘনং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫০।।
নিকুঞ্জতল্পশায়িনং মদনাব্ধিসুধাকরম্।
রাধিকাকুমুদাহ্লাদং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫১।।
রাধা কঞ্চুলিকা চারু নীবিবন্ধবিমোচকম্।
তিলতণ্ডুলকং তল্পে স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫২।।

যিনি দিনমণি সূর্য্য তাঁহার সুতা শ্রীযমুনা তীরস্থ দিব্য নিকুঞ্জমন্দির মধ্যে শ্রীমতীরাধিকার সহিত বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৭।

নিদ্রায় ব্যাকুলিত লোচন শ্রীমতীরাধিকার বদন সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া যাঁহার শ্যামকলেবর অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৮।

নিদ্রাবেশে মুদ্রিত লোচনা শ্রীমতীরাধিকার বদন কমলকে যিনি বারম্বার চুম্বন করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৪৯।

নিদ্রার দ্বারা আকুলিত নয়না শ্রীমতীরাধা যাঁহার হৃদয়কে তল্পের ন্যায় অর্থাৎ হৃদয় মধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তাহাতে যেমন সৌদামিনী শোভিত মেঘের সৌন্দর্য্য সেইরূপ শোভা হইয়াছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫০।

যিনি নিকুঞ্জ তল্পে শয়নকারী মদন মহাসাগরের সুধাকর, এবং শ্রীরাধিকা কুমুদিনীর আহ্লাদদায়ী, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫১।

যিনি শ্রীমতী কিশোরীমণি রাধার সুন্দর কঞ্চুলিকা ও চারু নীবিবন্ধন মোচনকারী এবং কুসুম তল্পে তিলতণ্ডুলক অর্থাৎ আলিঙ্গনবিশেষে আবদ্ধ, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫২।

সীৎকৃতবদনারাধা হ্যালিঙ্গনসমুৎসুকম্।
সম্প্রয়োগরণে দক্ষং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৩।।
স্বেদবিন্দুসমাযুক্তং রাধিকাবদনাম্ভোজম্।
বিলোক্য মুমুদে ভৃশং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৪।।
সুবর্ণলতিকাবদ্ধং নবীন নীপপাদপম্।
শোভিতং রাধয়া সার্দ্ধং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৫।।
রাধিকাচরণদ্বন্দং ধৃত্বা তু হৃদয়োপরি-
রমিতং রতিসুন্দরং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৬।।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা রাধিকারমণোৎসুকম্।
দিব্যকামকলাগুরুং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৭।।
মদনোন্মাদিতা রাধাং রম্যপদ্মাসনোপরি-
সমালিঙ্গ্য ররাম তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৫৮।।

যিনি রতিরণে সীৎকার দ্বারা বদন পূর্ণকরেন সেই শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিতে অতিশয় সমুৎসুক এবং যিনি সম্প্রয়োগ সমরে অতিশয় সুদক্ষ, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৩।

যিনি রতিশ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু শোভিত শ্রীরাধিকার বদন পঙ্কজ বিলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৪।

যিনি নব সুবর্ণ লতা পরিবেষ্টিত নবীন তমালের ন্যায় আলিঙ্গিতা শ্রীমতীরাধিকার সহিত শোভা পাইতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৫।

যিনি সুরতোন্মত্তা শ্রীমতীরাধিকার চরণদ্বয় হৃদয়ের উপরে ধারণ করতঃ রতিসুন্দর নামক আসনে রমন করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৬।

যিনি ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা কলাবতী শ্রীমতীরাধিকার সহিত রমণে অতীব সমুৎসুক, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৭।

যিনি মদন রণে উন্মাদিনী শ্রীমতীরাধিকাকে আলিঙ্গন করিয়া পরম রমণীয় পদ্মাসনের উপরে স্থাপন করতঃ রমণ করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৮।

রতান্তে স্বেদপূর্ণাঙ্গমর্দ্ধোন্মিলিতলোচনম্।
সমালিঙ্গিতরাধিকং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৫৯।।
রাধাকপোলচুম্বিতং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতম্।
পাদাভ্যাংপরিবেষ্টিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬০।।
রাধিকাহৃদয়ান্তগং নীলরত্নমহোজ্জ্বলম্।
নিদ্রামুদিতলোচনং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬১।।
শ্যামমালিঙ্গিতশ্যামা শ্যামালিঙ্গিতশ্যামলম্।
নিকুঞ্জতল্পমধ্যস্থং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬২।।
শ্যামেনশোভিতারাধা রাধাশোভিতশ্যামলম্।
বিসীনী শয্যা শায়িনং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬৩।।
সুবর্ণলতিকাযুক্তং নবতমালসন্নিভম্।
রাধিকাবাহুবেষ্টিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬৪।।

যিনি রমণান্তে রতিস্বেদে পরিপূর্ণ কলেবর অর্দ্ধনিমিলিত লোচনদ্বয় তথা ভূতা শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৫৯।

যিনি নিকুঞ্জে শয়নকালে শ্রীমতীকিশোরীমণি রাধার কপোল চুম্বন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা পরিরম্ভন করতঃ এবং চরণদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬০।

যিনি শ্রীমতীনিকুঞ্জেশ্বরীর হৃদয়ান্তর্গত মহা উজ্জ্বল নীলরত্ন, এবং নিদ্রাবশে যাঁহার লোচন দুইটি ঈষৎ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬১।

শ্রীশ্যামল কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত শ্যামা এবং শ্রীমতীশ্যামা কর্ত্তৃক শ্যামল আলিঙ্গিত হইয়া নিকুঞ্জমধ্যে তল্পের মধ্যস্থলে শয়নকারী শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬২।

শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর কর্ত্তৃক শোভিতা শ্রীমতীরাধা, এবং শ্রীমতীরাধিকা কর্ত্তৃক শোভিত শ্যামল, এইরূপে পরস্পর শোভাতিশয় বর্দ্ধন করিয়া শতদল শয়নীতে যিনি শয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৩।

যিনি নিকুঞ্জ শয়নীতে প্রসুপ্তা শ্রীমতীরাধিকার বাহুলতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সুবর্ণলতিকা যুক্ত নবীন তমালের সমান শোভা পাইতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৪।

পরিক্ষীণে তু যামিন্যাং নিদ্রাগঞ্জিতলোচনম্।
জৃম্ভনং শোভিতাস্যঞ্চ স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৬৫।।
নিদ্রামিলিতলোচনরাধাবদনপঙ্কজাৎ-
অপসারিতকুন্তলং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৬৬।।
বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতামালস্যভররাধিকাম্।
চুচুম্ব বদনাম্ভোজং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬৭।।
বিচ্যুতবাসভূষণাং মদালসিতরাধিকাম্।
শয্যায়াংস্থাপিতাংযাংতংস্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৬৮।।
বক্ষে কঞ্চুলিকা যস্যাঃ কটৌ চ নীলশাটিকাম্।
হারং তারাবলীকণ্ঠে সীমন্তে শুভসিন্দূরম্।।৬৯।।
তাম্বুলরাগমৌষ্ঠে চ কচে নবীনমল্লিকাম্।
চিবুকে কস্তুরী বিন্দুং নয়নে নব কজ্জলম্।। ৭০।।

যামিনী পরিক্ষীণ অর্থাৎ ভোর হইলে যাঁহার লোচনদ্বয় নিদ্রায় গঞ্জিত অর্থাৎ অভিভূত, বদন কমল জৃম্ভন (হাই) দ্বারা সুশোভিত, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৫।

রজনী ভোরে নিদ্রা অপগত হইলে আলস্যভরে নিদ্রামিলিত নয়না শ্রীমতীরাধার বদন পঙ্কজ হইতে মধুকরের ন্যায় চূর্ণকুন্তল গুলিকে অপসারিত করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৬।

যিনি নিদ্রালস্যপূর্ণা শ্রীমতীরাধিকাকে বাহুদ্বয় দ্বারা পরিরম্ভন এবং বদন কমলে চুম্বন প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৭।

অনঙ্গ সমরে বিচ্যুত-বিগলিত বসন-ভূষণা শ্যামরসে আলস্যযুক্তা যে শ্রীমতীরাধিকা তাঁহাকে যিনি নিকুঞ্জ মাঝে শয্যার উপরে স্থাপন অর্থাৎ বসাইলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৬৮।

অতঃপর অখিল কামকলাগুরু শিরোমণি শ্রীব্রজযুবরাজ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা শ্রীমতীরাধিকার বেশরচনা করিতেছেন-শ্রীমতীর বক্ষে সুন্দর কঞ্চুলিকা, ক্ষীণ কটিদেশে নীল শাটিকা, কণ্ঠে তারাবলী হার, এবং সীমন্ত প্রদেশে শুভ সিন্দূর।৬৯।

ওষ্ঠদেশে তাম্বুলরাগ, বেণীতে নবীন মল্লিকা কুসুমের মালা, চিবুকে কস্তুরী বিন্দু, এবং লোচনে নবীন কজ্জল।৭০।

কপোলে চিত্রকং রম্যং চিত্রকং কুচ কুম্ভয়োঃ।
পাদয়োর্নূপুরৌ দিব্যৌ বাহ্বোশ্চ কণকাঙ্গদৌ।৭১।।
শঙ্খৌ চ মণিচূড়কৌ ললিতকরযুগ্ময়োঃ।
জাম্বুনদবিনির্ম্মিতৌ রত্নহীরকজড়িতৌ।৭২।।
অঙ্গুলিস্বঙ্গুরীয়কংপাদয়োর্জ্জাবকং শুভম্।
নাসায়াং গজমৌক্তিকং সীমন্তে মণিচন্দ্রিকা।৭৩।।
কর্ণয়োর্দিব্যকুণ্ডলে ত্রপানমিতলোচনাম্।
শ্যামরসাব্ধিমগ্না চ শ্যামবামঙ্গশোভিতাম্।৭৪।।
ইতি বিভূষিতারাধা বাহুনালিঙ্গিতস্তু সঃ।
কুঞ্জে বিরাজতে সদা জয়তি শ্যামসুন্দরঃ।৭৫।।
দিব্যে বৃন্দাবনে রম্যে গো-গোপীপরিবেষ্টিতম্।
রাধিকালীবৃতং সেব্যং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।৭৬।।

কপোলদ্বয়ে ও কুচকুম্ভযুগলে রমণীয় চিত্রক, শ্রীচরণ যুগলে দিব্য নূপুর, এবং বাহুদ্বয়ে সুবর্ণ রচিত অঙ্গদ।৭১।

সুললিত করযুগলে শ্বেতবর্ণ শঙ্খযুগল এবং রত্নহীরকাদি বিজড়িত জাম্বুনদহেম বিনির্ম্মিত মণিচূড়ক।৭২।

অঙ্গুলী সকলে হীরক জড়িত অঙ্গুরী,পাদযুগলে সুন্দর লাক্ষারস বা জাবক, নাসিকায় গজমৌক্তিক যুক্ত বেশর, সীমন্তে সীঁথিতে মণিচন্দ্রিকা।৭৩।

কর্ণযুগলে দিব্য কুণ্ডল শোভিত হইলে, শ্যামরসাব্ধি নিমগ্ন লজ্জাভরে অবনমিত লোচনা শ্রীমতীরাধা শ্রীশ্যামসুন্দরের বামঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিলেন।৭৪।

শ্রীশ্যামসুন্দর কর্ত্তৃক শ্রীমতীরাধা এই প্রকারে বিভূষিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া নিকুঞ্জমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজিত হইতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দর জয় যুক্ত হউন।৭৫।

যিনি চিন্ময় রমণীয় শ্রীধামবৃন্দাবনে গোসকল এবং গোপীবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্রীমতীরাধিকার ললিতাদিসখীগণ অতি নিকটে আবরণ করিয়া সেবা করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৭৬।

যস্য বেণুরবং শ্রুত্বা কৃষ্ণা-কলিন্দ নন্দিনী।
তরঙ্গোচ্ছলিতাভূত্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৭৭।।
যস্য বেণুনিনাদেন স্থাবরো জঙ্গমায়িতম্।
ব/ জঙ্গমঃ স্থারোঽভূত্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৭৮।।
মুরলীনিস্বনং যস্য সংশ্রুত্য ব্রজ গোপীকা-
গেহাদিবিস্মৃতাভূত্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৭৯।।
অপাঙ্গবীক্ষণং যস্য কন্দর্প-দর্প খণ্ডনম্।
দলনং ললনা-ধৈর্য্যং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮০।।
যস্যাঙ্গসৌরভাকৃষ্টা নারায়ণাঙ্ক শায়িনী-
চচার দুষ্করং তপঃ স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮১।।
চঞ্চলং লোচনং যস্য খঞ্জন নৃত্য গঞ্জনম্।
ব্রজস্ত্রী দিব্য সায়কং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮২।।

কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্রীমতীরাধিকার ললিতাদিসখীগণ অতি নিকটে আবরণ করিয়া সেবা করিতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৭৬।

যাঁহার সর্ব্বভূত মনোহর বেণুরব শ্রবণ করিয়া কলিন্দ নন্দিনী শ্রীমতী কৃষ্ণা (যমুনা) তরঙ্গ সমূহ দ্বারা উচ্ছলিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৭৭।

যাঁহার বেণুনিনাদ শ্রবণ করতঃ বৃক্ষাদি স্থাবর সকল জঙ্গমের আচরণ অর্থাৎ সচল হইয়াছিল, জঙ্গম মানব পশু পক্ষী যমুনাদি স্থাবর গতি শক্তি রহিত হইয়াছিল, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৭৮।

যাঁহার মুরলীরব শ্রবণ করিয়া ব্রজ গোপিকাবৃন্দ দেহ গেহাদি বিস্মৃতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৭৯।

যাঁহার কটাক্ষ যুক্ত অবলোকন কন্দর্পের দর্প খণ্ডন করে এবং পতিব্রতা ললনাগণের ধৈর্য্যকেও দলন করে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮০।

যাঁহার শ্রীঅঙ্গের সৌরভে সম্পূর্ণ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবী অন্যের দুষ্কর তপস্যা

ঈষৎস্মিতামৃতালিপ্তং গণ্ডং তাম্বূলপূরিতম্।
রাধিকা সুষ্ঠু চুম্বিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৩।।
বদনামৃত পূরেণ বেণুরন্ধ্রং প্রপূরিতম্।
মুদিতং ব্রজ যৌবতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৪।।
হরিচন্দন ভূষিতমলকাকুলশোভিতম্।
ললাটপটলং যস্য স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৫।।
আপাদলম্বিতং দিব্যং তুলসীদাম শোভিতম্।
করং বংশীবিভূষিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৬।।
কর্ণিকারং শ্রুতৌ যস্য সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনম্।
গণ্ডং গো-রজসা পাণ্ডুং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৭।।
গোপীনেত্রাব্জপূজিতং রাধাকরাব্জ লালিতম্।
বৈজয়ন্তী সুশোভিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৮।।

যাঁহার সুচারু গণ্ডদেশ ঈষৎ স্মিতরূপ অমৃতে প্রলিপ্ত এবং তাম্বুল বীটিকা পূর্ণ, তথা শ্রীমতীরাধিকা কর্ত্তৃক সুন্দর ভাবে চুম্বিত, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৩।

যিনি নিজ বদনামৃত পূরের রসবিশেষের দ্বারা বেণুরন্ধ্রপরি পূর্ণিত করতঃ ব্রজ যুবতীবৃন্দকে আনন্দিত করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৪।

যাঁহার রমণীয় ললাট প্রদেশ অলকা সমূহে সুশোভিত এবং হরিচন্দনের দ্বারা বিভূষিত, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৫।

যাঁহার আপাদলম্বিত দিব্য তুলসীপত্র মঞ্জরী দ্বারা নির্ম্মিত মালা শোভা পাইতেছে, এবং কর কমলে বংশী বিভূষিত, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৬।

গোচারণ সময়ে যাঁহার শ্রবণযুগলে কর্ণিকা কর্ণভূষণ বিশেষ, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন বিভূষিত, ও গণ্ডদ্বয় গো-রজ দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে,সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৭।

যিনি শ্রীব্রজগোপীগণের নয়নকমল দ্বারা পূজিত, শ্রীমতীরাধিকার করসরোরুহ দ্বারা সর্ব্বদা লালিত, এবং যাঁহার গলায় বৈজয়ন্তী মালা সুশোভিত আছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৮৮।

সুরভিচারণে ব্যগ্রং গোবর্দ্ধননিবাসিনম্।
ময়ূরপুচ্ছশোভিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৮৯।।
দিব্যে শ্রীরাধিকাকুণ্ডে রাধিকালিগণৈর্ব্বৃতম্।
জলক্রীড়াসমাসক্তং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯০।।
ভীমসলিল সংগ্রামে রাধিকয়াপরাজিতম্।
রাজিতং সখীভিঃসার্দ্ধং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯১।।
হিন্দোলান্দোলনে ভীতরাধালিঙ্গিত বিগ্রহম্।
দোলিতংললিতাদিভিঃস্মরামি শ্যামসুন্দরম্।।৯২।।
অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জে চ হ্যক্ষক্রীড়া পরায়ণম্।
রাধিকয়া পরাজিতং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯৩।।
রাধিকাংসার্পিতং ভুজং বেণুবাদ্যপরায়ণম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯৪।।

যিনি সুরভী চারণের জন্য অতিশয় ব্যগ্র, গোবর্দ্ধন কন্দরায় নিবাসকারী, মস্তকে নবীন ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৮৯।

যিনি পরমরমণীয় দিব্য শ্রীরাধিকাকুণ্ডে শ্রীমতীরাধিকা ও ললিতাদি সখীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়ায় অতিশয় আসক্ত হয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৯০।

যিনি ভীষণ সলিল সংগ্রামে শ্রীমতীরাধিকা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীললিতাদি সখীগণের সহিত শোভা পাইতেছেন,সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি। ৯১।

যিনি হিন্দোল লীলা সময়ে হিন্দোলের আন্দোলনে অতীব ভীতা শ্রীমতীরাধা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯২।

যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জমধ্যে শ্রীমতীর সহ পাশাক্রীড়া পরায়ণ হইলে শ্রীমতীরাধারাণীর দ্বারা পরাজিতহয়েন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯৩।

যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ রাসমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীমতীরাধার স্কন্ধ প্রদেশে ভুজ সমর্পন করতঃ বেণুবাদ্য পরায়ণ হয়েন,সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯৪।

রাসকেলী পরিশ্রান্তং দিব্যরত্নাসনাশ্রিতম্।
সমালিঙ্গিত রাধিকং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯৫।।
প্রিয়নর্ম্মসখীবৃন্দৈঃ সর্ব্বতঃ সদা সেবিতম্।
নর্ম্মবাক্যপরায়ণং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯৬।।
কোটিকামবিমর্দ্দকঃ সৌন্দর্য্যামৃতবিন্দুনা।
রাধিকালিঙ্গনাঙ্গকো জয়তি শ্যামসুন্দরঃ।। ৯৭।।
শ্যামাবৃন্দৈরুপাসিতং শ্যামানন্দেন পূজিতম্।
শ্যামানন্দ প্রদায়কং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্।। ৯৮।।
যঃ পঠতি বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর সন্নিধৌ-
স্মরন্ তস্যপাদাব্জংসো ভবতি তস্য সেবকঃ।। ৯৯।।
দিব্য বৃন্দাবনে রম্যে নিকুঞ্জতল্পমন্দিরে।
নিশ্চিতং লভতে দাস্যং পঠনান্নাত্র সংশয়ঃ।। ১০০।।

যিনি রাসকেলী অবসরে পরিশ্রান্ত হইয়া দিব্য রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিত হইয়া উপবেশন করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯৫।

যিনি প্রিয়নর্ম্ম সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক সর্ব্বতো ভাবে সর্ব্বদা সেবিত হয়েন, এবং শ্রীসখীগণের সহিত নর্ম্মবাক্য পরায়ণ, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯৬।

যাঁহার সৌন্দর্য্যামৃত সাগরের একটি বিন্দু কোটি কোটি কামদেবের গর্ব্বকে বিমর্দ্দন করে, সেই রাধালিঙ্গিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক ।৯৭।

যিনি শ্যামাবৃন্দ অর্থাৎ নবযুবতীগোপীবৃন্দ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উপাসিত, শ্রীপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দদেব কর্তৃক পূজিত, এবং শ্রীশ্যামাগণের আনন্দ প্রদায়ক, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি।৯৮।

যে ব্যক্তি শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরদেবের সন্নিকটে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পাঠকরেন, সেই সাধক শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবক হয়েন।৯৯।

এই শতক পাঠে পরম রমণীয় দিব্য শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ শয়নমন্দিরে নিশ্চিতই দাস্য লাভ করিবেন, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।১০০।

ধীরললিতকৃষ্ণস্য রাধাধৈর্য্য-বিদারকৈ-
র্গুণৈঃ শ্রীশতকং দিব্যং বেদান্ততীর্থনির্ম্মিতম্ ।।১০১।।

।। জয়শ্রীরাধে ।।

১৩৯৬ তমে বঙ্গীয়বর্ষস্য আশ্বিনমাসস্য বিংশতিদিনাঙ্কে
গুরুবাসরে শ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসিনা
শ্রীমদানন্দগোপালবেদান্ততীর্থেন বিদ্যালঙ্কারেণ
বিরচিতং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরশতকং সম্পূর্ণম্।

ধীর ললিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে শ্রীমতীরাধিকার ধৈর্য্য বিদারণকারী গুণবৃন্দ আছে তাহার দ্বারা বেদান্ততীর্থ নামে কোনব্যক্তি এই দিব্য শ্রীশ্যামসুন্দর শতক স্তোত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন । ১০১

শ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসী
শ্রীআনন্দগোপালবেদান্ততীর্থ বিদ্যালঙ্কার
বঙ্গীয় ১৩৯৬ বর্ষে ২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবারে
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরশতকের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।।

প্রকাশিত-গ্রন্থাবলী

গৌড়ীয়বেদান্তভাষ্য প্রথম খণ্ড ----২৫০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয়বেদান্তভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড ------

বংশমালা (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত) ---------১২ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শতকম্ ---------৫ টাকা মাত্র